দৈনিক সংবাদ

0 1 MAR 1995

তারিখ 0 1 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ভর্তির নামে অযথা হয়রানির ব্যাখ্যা প্রয়োজন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারি উত্তর মুগদাপাড়ার একজন অভিভাবকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তার মেয়ে আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মতিঝিলে ভর্তি হওয়ার-জন্য যথানিয়মে ভর্তি পরীক্ষা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় ২৫ নম্বরের মধ্যে উক্ত মেয়েটি সাড়ে ২৩ নম্বর পায়। শিক্ষকবৃন্দের বিচারে মেয়েটি পরীক্ষায় ফেল করেছে।

২৫ নম্বরের মধ্যে কত নম্বর পেলে পাস মার্ক দেয়া হয় কিংবা তার মেয়ে কেন অনুত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে অভিভাবক সে প্রশ্ন তোলেননি। তার বক্তব্য ভিন্ন ধরনের। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক তাকে দেখা করতে বলেন। তার নির্ধারিত তারিখে দেখা করতে গেলে বারবার দেখা করার তারিখ পরিবর্তন করা হয়।

কয়েকবার দেখা করার পর প্রধান শিক্ষক মহোদয় তাকে অপর একজন সহকর্মীর নাম বলে তার সাথে দেখা করতে বলেন এবং জানান, ওখানে গিয়ে দেখুন তাঁর মেয়ের নাম ভর্তি তালিকায় আছে কিনা। সেদিন দেখা হয়নি কথিত রফিক সাহেবের সঙ্গে। পরে দেখা করার সময় অভিযোগকারী অভিভাবক দেখতে পান অনেক অভিভাবক স্লিপ জমা দিয়ে ভর্তি ফরম নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করিয়ে নিচ্ছেন।

রাজধানীতে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে অভিভাবকদের এ ধরনের ভোগান্তির আরও কাহিনী আছে। একেবারে নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে এই দুর্ভোগ ও হয়রানি দেখে প্রশ্ন জাগে সরকারি স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে যদি এ ধরনের অব্যবস্থা চলে তবে অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করবেন?

একথা সবাই জানেন ও বোঝেন যে, আসনসংখ্যার অনুপাতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়েছে। যেসব স্কুলের সুনাম আছে সেখানে ভিড় হয় সর্বাধিক। মতিঝিল আইডিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও সুনামধারী বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম। এখানে পরীক্ষা দেয়ার পর যদি অযৌক্তিকভাবে কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয় তাহলে এ সন্দেহ দেখা দেয়া স্বাভাবিক যে, প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যের পক্ষে এই ধরনের বিদ্যায়তনে প্রবেশের অধিকার নেই। কিংবা মনে হয় নেপথ্যে ধরাধরির কোথাও কিছু একটা ব্যাপার আছে; যার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণের সামর্থ্য সাধারণ অভিভাবকদের নেই।

চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন বক্তব্য দেননি। সম্ভবত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চোখে চিঠিটি পড়েনি কিংবা এসব খোঁজ-খবর রাখার গরজ তাদের নেই। তারা তো নির্দেশ দিয়েই খালাস।

বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। আসনসংখ্যা সীমিত। অথচ ভর্তির জন্য প্রচুর দরখাস্ত পড়ে। তাই মেধা যাচাই এবং একই সঙ্গে clemination process-, অর্থাৎ বাছাই করে বাদ দেয়ার পদ্ধতিটি ভর্তি পরীক্ষার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কি ২৫-এর মধ্যে সাড়ে ২৩ নম্বর পাওয়া মেয়েটিকে দ্বিতীয় বিচারে অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে প্রধান শিক্ষক মহোদয় অভিভাবকের আবেদনক্রমে বারবার দেখা করার তারিখ পরিবর্তন করেছিলেন কেন? প্রথম দিনেই তাকে সাফ জবাব দিতে পারতেন; কিন্তু উৎকণ্ঠিত অভিভাবকের ধৈর্যের পরীক্ষা কিংবা অন্য কোন ইঙ্গিত নিহিত ছিল কি এই হয়রানির পেছনে? অবুঝ অভিভাবক তার সাধারণ বুদ্ধিতে তাদের এই সৃষ্ট ইঙ্গিত ধরতে অক্ষম বলেই শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়েছেন বলে কি ধরে নেব? প্রথমবারেই তো তাকে বলে দেয়া যেত যে, মেয়েটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি, সুতরাং এ স্কুলে তাকে কোনমতেই ভর্তি করা চলবে না। ২৫ নম্বরের মধ্যে সাড়ে ২৩ পাওয়া ছাত্রীটি অযোগ্য হলো কোন্ বিচারে সে প্রশ্নে যাব না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের বিচারের মান এবং এই অযথা হয়রানির একটা ব্যাখ্যা দেবেন— এটাই কাম্য।